ঈমানদারগনের ওযিফা

মিলাদে মোস্তফা (ছাঃ)

pdf by :
MOHAMMAD ABDUL AWAL
Mobile : 01745 33 56 34
সকলের নিকট দু'আ প্রার্থী

প্রণীত

মাওঃ আকবর আলী রেজভী

সুন্নী আল কাদেরী

সাং—সতরশীর

পোঃ—ঠাকুরাকোনা, ময়মনসিংহ।

এতিমখানার ওয়াকফ

মূল্য— তিন টাকা মাত্র।

মুদ্রণে :— তকদীর প্রেস, কুমিল্লা।

মীলাদে মোস্তফা

(আলাইহিচ্ছালাতু ওয়া তাছলীমা)

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

কোরআনে কারীমে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন—ওয়াজকুরু নে'মাতাল্লাহে আলাইকুম واذكروا نعمة الله عليكم

অর্থঃ—'যে বিশ্বের মানবমণ্ডলী! আল্লাহ্র নে'মাতকে স্মরণ কর যাহা তোমাদিগকে দান করা হইয়াছে।' অর্থাৎ, আল্লাহ্র নে'মাতের শোক্‌রিয়া আদায় কর।

উপরোক্ত আয়াত শরীফের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র নে'মাতের স্মরণ ও শোক্‌রীয়া আদায় করা আমাদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। আর ইহাও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত যে, রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আল্লাহ্ পাকের অগণিত নে'মাতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নে'মাত। তাঁহার অপর নাম নে'মাতুল্লাহ্। যাঁহার তুলনায় আর কোন নে'মাত নাই। এই অতুলনীয় নে'মাতের স্মরণ, আলোচনা অথবা শোক্‌রীয়া পূর্ণভাবে আদায় হয় রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের মীলাদ শরীফের মাধ্যমে। কোরআনে পাকে সুরায়ে ইব্‌রাহীমে ইরশাদ হয়-ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها

(ইন্ তাউদ্দু নে'মাতাল্লাহে লাতাহ্ছুহা)

অর্থঃ—'যদি তোমরা আল্লাহ্র নে'মাতসমূহকে গণনা করিতে

চাও তবে গণিয়া শেষ করিতে পারিবেনা।' হজরত ছাহিল ইব্নে আবদুল্লাহ তাস্তারি (রাঃ) এই আয়াতের তফছীরে লিখিয়াছেন যে, ঐ নে'মাত রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয় ছাল্লাম ; যাঁহার স্মরণ-আলোচনা বা শোক্‌রিয়া একমাত্র মীলাদ শরীফের মাধ্যমে আদায় হইয়া থাকে। কোরআন শরীফ সুরায়ে নমলে আছে। يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها

(ইয়া'রেফুনা নে'মাতাল্লাহে ছুম্মা ইউন্‌কেরুনাহা)

অর্থ :—'আল্লাহ্‌র নে'মাতকে জানে ও চিনে, ইহার পর ঐ নে"মাতকে এন্‌কার (অস্বীকার) করে।" ছাদি (রাঃ) এই আয়াতের তফছীরে লিখেন আল্লাহর নে'মাত দ্বারা বুঝায় রাছুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। সুরায়ে ইব্‌রাহীমে আছে— الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا

(আলাম্‌তারা ইলাল্লাজিনা বাদ্দালু নে'মাতাল্লাহে কুফ্‌রান্)

অর্থ :—'হে প্রিয় হাবীব! আপনি কি দেখেন নাই (অর্থাৎ দেখিয়াছেন) ঐ লোকদিগকে যাহারা আল্লাহ্‌র নে'মাত-কে বদল (পরিবর্তন) করিয়াছে কুফুরী এবং না-শোকুরী দ্বারা। হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ঐলোক দিগকে দেখতেন এবং চিনতেন; আর এখনও দেখেন ও চিনেন। এই আয়াতের তফছীর ছাইয়েদুল মুফাচ্ছেরীন হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে আব্বাছ (রাঃ) লিখিয়াছেন— قال هم والله كفار قريش ومحمد صلى الله عليه واله وسلم نعمة الله انعا لى -

অর্থ :— 'আল্লাহ্‌র কছম ঐলোক আল্লাহ্‌র নে'মাত বদল

দিয়াছে কুফুরী ও না শোকুরীর দ্বারা। ঐ লোক কোরায়েশ বংশীয় কাফের।' কোরআনে পাক, সুরায়ে নম্‌লে আছে—

واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون

(ওয়াশ্‌কুরু নে'মাতাল্লাহে ইন্‌কুন্তুম ইয়্যাহু তা'বুদুন)

অর্থ ঃ— শোকর আদায় কর আল্লাহর নে'মাতের যদি তোমরা তাহার বন্দেগী করিয়া থাক। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তায়ালা-কে মা'বুদ জানিয়া তাহার বন্দা হইতে চাও তবে আল্লাহ্‌র নে'মাতের শোকর গোজারী ওয়াজিব জানিবে। যেমন—রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন—

التحدث بنعمة الله شكرا وتركه كفر الحديث

অর্থ ঃ—আল্লাহর নে'মাতের আলোচনা করা শোকর এবং তাহা না-করা কুফরী। ইহা অতিশয় স্পষ্ট কথা যে, নেয়াতু-ল্লাহ বা আল্লাহর নে'মাত বলিতে কেবল আমাদের আকা মাওলা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু ওয়াছাল্লামকে বুঝায়। কেননা, তিনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নে'মাত। এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নে'মাতই অধিক গুরুত্ব পূর্ণ ও উল্লেখ যোগ্য। তফছীরে মাআলেমুত তান্‌জীলের মধ্যে আছে— واما بنعمة ربك فحدث

(অ-আম্মা বিনি'মাতে রাব্বিকা ফাহাদ্দেছ)

এই আয়াতের মর্মে ঐ হাদীসটি উল্লেখ করেন। কোরান মজীদে সুরা ইব্রাহীমে আছে— وذكرهم بايام الله

(ওয়াজাক্কেরহুম বিআইয়্যামিল্লাহু)

অর্থ ঃ— 'হে প্রিয় নবী! (আলাইহেচ্ছালাম) তাহা-

দিগকে আল্লাহ্‌র দিনগুলি স্মরণ করাইয়া দিল। ইমাম ফখর উদ্দীন রাজী (রাঃ) এই আয়াতের মর্মে 'তফছীরে কবীরে লিখেন আইয়্যামিল্লাহ বা দিন সমূহের দ্বারা বুঝায় বিরাট বিরাট ঘটনা সমূহ যাহা ঐ দিনগুলিতে ঘটিয়াছে। যথা—১) হজরত আদম আল্লাইহিচ্ছালামের জন্ম শুক্রবারে হইয়াছে। ২) শুক্রবারে আদম আলাইহিচ্ছালামকে ফেরেশতারা সেজদা করিয়াছিল। ৩) শুক্রবারেই আদম আলাইহিচ্ছালাম দুনিয়ায় আসিয়াছিলেন। ৪) শুক্রবারেই হজরত নূহ্‌ আলাইহিচ্ছালামের কিশ্‌তী কিনারে লাগিয়াছিল। ৫) ঐ শুক্রবার দিনসেই হজরত ইউনুছ আলাইহিচ্ছালাম মাছের পেট হইতে উদ্ধার হ'ন। ৬) ঐ শুক্রবারেই হজরত ইয়াকুব আলাইহিচ্ছালাম তাহার প্রিয়তম পুত্র হযরত ইউছুফ আলাইহিচ্ছালামের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। ৭) ঐ শুক্রবার দিনেই হজরত মুছা আলাইহিচ্ছালাম ফেরাউনের হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। ৮) ঐ শুক্রবারেই কিয়ামত হইবে। আল্লাহ্‌পাক উক্ত আয়াতের মর্মে এই ধরনের বড় বড় ঘটনাবলী যে সব দিনে ঘটিয়াছে সেই সব দিনগুলিকে স্মরণ করিবার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। এবং আমাদের আক্বা ও মাওলা ছাহেব লাওলাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দুনিয়ায় আগমণের চাইতে অর্থাৎ হুজুরে পাকের বেলাদাত শরীফের ঘটনার চাইতে বড় ও শ্রেষ্ঠ ঘটনা আর কী হইতে পারে?

১) হুজুরে পাকের ভূমিষ্ঠ হইবার কালে পারশ্য সম্রাট খুসরুর প্রাসাদ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল; এবং ২) ইহার ১৪টি চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ৩) ঐ রাত্রে শামের তাব্‌রিয়া এবং পারশ্যের সাওয়া হ্রদ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। ৪) এবং পার্শী-দের সহস্র বর্ষের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড মুহূর্ত্তের মধ্যে নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। ৫) ঐ সময় আবদুল মোত্তালিব কা'বা গৃহে ছিলেন; তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মূর্ত্তিগুলি স্থানচ্যুত হইয়া উপর হইয়া পড়িয়া গেল। ৬) এবং কা'বার প্রাচীর হইতে ধ্বনিত হইল মোস্তফা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ৭) হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরতের জন্মদিবসে ভোর বেলায় মক্কায় আগত এক ইহুদী জিজ্ঞাসা করিল—কোরায়েশগণ! এই রজনীতে কি তোমাদের কাহারও গৃহে সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে? তাহারা বলিল আমরা জানিনা। সে বলিল—অনুসন্ধান করিয়া দেখ। কেননা, এই রজনীতে এই উম্মতের নবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্কন্দদ্বয়ের মধ্যে একটি নিদর্শন থাকিবে। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে, হজরত আবদুল্লাহর ঘরে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ঐ ইহুদী নবজাত সন্তানরূপে নূরে খোদা মোস্তফা আলাইহিচ্ছালামকে তাঁহার স্কন্দের নিদর্শনসহ দেখিবামাত্রই বলিয়া উঠিল— বনি ইছরাইল হইতে নবুওয়ত বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

অতএব, সৃষ্টির প্রাণ পেয়ারা রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের আবির্ভাব হইল ধূলির ধরণীতে। সৃষ্টির আদি

উৎস, সৃষ্টির জ্যোতিশিক্ষা মাটির কোলে নামিয়া আসিল। যাঁহার আসার পানে চাহিয়া, যাঁহার আগমণ প্রতীক্ষায় যুগে যুগে নবী-রসুল হইতে জিন-ইনসান ফেরেশ্‌তা তথা সমগ্র বিশ্বে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল ; তাঁহার আবির্ভাবে সৃষ্টির প্রতি স্তরে যে মহা আনন্দের ঢেউ জাগিয়া উঠিল তাহার তুলনা নাই।

আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা
ইয়া রাসুলাল্লাহ্
আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবাল্লাহ্ ॥

বেরাদরান-ই-ইসলাম ! এই ধরণের বহু আশ্চর্যজনক ঘটনা ঐদিন, ১২ ই রবিউল আউয়াল তারিখে, হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছালামের বেলাদাত শরীফের সময় ঘটিয়াছিল। এই সমস্ত ঘটনাবলী দুনিয়ার ইতিহাসে মশ্‌হুর ; এবং মুসলমানদের নিকট চির-স্মরণীয়।

অতএব, বান্দাগণকে যখন আল্লাহ্ পাক বড় বড় ঘটনাবলী স্মরণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন তখন আমাদের প্রাণ পেয়ারা রাসুল ছালাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা অর্থাৎ মীলাদ শরীফ অনুষ্ঠান করা উক্ত আয়াত শরীফের উপর আমল হইতেছে। এবং আল্লাহর আদেশে মীলাদ শরীফ মুসলমানদের উপর অবশ্য করণীয় বা ওয়াজীব

হইতেছে। কেননা, রাসুলে পাকের জন্মবৃত্তান্তের নামই আরবীতে মিলাদ শরীফ। আর মিলাদ শরীফই দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা।

বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, হিন্দু ইহুদী কিংবা খৃষ্টান নহে বরং নামধারী ও বেশধারী মুসলমানদের এক ফেরকা ওহাবী মালাউনরা এহেন মীলাদ শরীফকে বেদাত, হারাম ও হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর তুল্য বলিয়া এবং পুস্তকে লিখিয়া মুসলমান হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে সুচতুর ওহাবীরা 'মীলাদ' শব্দটি বাদ দিয়া 'মীলাদুন্নবীর' স্থলে 'ছিরাতুন্নবী' নাম দিয়া তাদের প্রচারকার্য্য চালায়। ইহাও এক প্রকার ধোকাবাজী। সাধারণ মুসলমান যেন তাদেরকে ওহাবী বলিয়া চিনিতে না পারে, দুষমনে রাসুল বলিয়া বুঝিতে না পারে। আসল কথা, যারা মীলাদুন্নবীর বিরোধী তারাই আবার ছিরাতুন্নবীর পক্ষপাতী কিরূপে হইতে পারে; যদি কোন মতলব না থাকে? অতঃপর, মনে রাখিবেন মীলাদ ব্যতীত ছিরাত হইতে পারে না। আগে মীলাত তারপর ছিরাত। মিলাদুন্নবীকে বাদ দিয়া ছিরাতুন্নবীর কল্পনাও করা যায় না।

তফছীরে রুহুল বয়ান শরীফে আছে—

وذكرهم بايام الله اى ذكرهم نعمائى ليؤمنوا بى

অর্থাৎ ঃ—"হে প্রিয় নবী! তাহাদিগকে আমার নে'মাতের

স্মরণ করাইয়া দিন যেন তাহারা আমার উপর ইমান আনয়ন করে।" আর একথা দিবালোকের চাইতেও উজ্জ্বল ও প্রকাশ যে, নিখিল সৃষ্টির প্রাণপেয়ারা রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামই নে'মাতুল্লাহ—আল্লাহর নে'মাত। এবং মীলাদ শরীফের দ্বারাই এই নে'মাতের স্মরণ, শোকরীয়া ও হক আদায় হয়। ইহাই ঈমানদানের ঈমান। আহ্‌লেছুন্নত ওয়াল জমায়াতের আকীদা।

কোরানে কারীমে আল্লাহ পাক ঈরশাদ করেন ঃ—

لقد جاء كم رسو من انفسكم عز از عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ر وف رحيم

লাকাদ্ জাআকুম রাছুলুম মিন্ আনফুছিকুম আযীযুন্ আলাইহে মা আনিত্তুম হারীছুন্ আলাইকুম বিল্ মু'মেনীনা রাউফুর রাহীম

অর্থ ঃ—নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে একজন রাসুল আসিয়াছেন, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁহার নিকট অসহনীয়। তিনি তোমাদের হিতাকাংখী—মুমেনদিগের প্রতি 'রাউফুর্‌রাহীম' অর্থাৎ পরম স্নেহশীল ও দয়াবান। (সুরায়ে তওবা) এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা পরিস্কার ভাবে রাসুলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দুনিয়ায় আগমণ তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এবং নছব-নামার বর্ণনা করিয়াছেন। মৌলুদ শরীফের মধ্যে তো এই সমস্তই চর্চ্চা

করা হয়। যেমন—হুজুরে আনোয়ার ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আলমে গায়েব হইতে আলমে শাহাদাতে অর্থাৎ অদৃশ্য জগত হইতে দৃশ্য জগতে আগমণ করিয়াছেন—ইহার চমৎকার বর্ণনা; পদ্যে-গদ্যে তাঁহার ছানা-ছিফাত বা বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর চর্চ্চা নছব-নামা অর্থাৎ পবিত্র বংশাবলীর আলোচনা, মেরাজ শরীফ ও অন্যান্য অতুলনীয় মো'জেজা সমূহের পর্যালোচনা এবং মাহবুবে খোদার দরবারে তাঁহার মহত্ত্ব ও গৌরবে বিমুগ্ধ হইয়া না'ওখানী ও প্রশংসাকীর্তন করা। ইহাতে আল্লাহ তায়ালার নে'মাতের শোকর আদায় হয়। এবং নে'মাতুল্লাহ্ (আল্লাহর নে'মাত) রাসুলে পাকের একটি খাছ নে'মাত। বিশেষ ভাবে, মীলাদ শরীফের দ্বারাই ঐনে'মাতের হক ও শোক্‌রীয়া আদায় করা হয়।

আল্লাহ পাক বলেন—

লাকাদ্ মান্নাল্লাহু আলাল মুমেনীনা ইজ্‌বা'ছা ফিহিম রাছুলা—ছুরায়ে আল এমরাম)

অর্থ:— নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মুমেন মুসলমানদিগকে তাহাদের মধ্যে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে প্রেরণ করিয়া বড়ই সাহায্য করিয়াছেন।

ছহিহ্ মোসলেম শরীফে আছে—একদা রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামের জমাতে তশরীফ আনয়ন করত: ছাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

তোমরা কেন বসিয়াছ? ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন— ইয়া রাসুলাল্লাহ আমারা আল্লাহকে স্মরণ করি এবং আল্লাহর শোক্‌রিয়া আদায় করি।

অর্থ :—আমরা শোক্‌রিয়া আদায় করিতেছি যে, খোদা তায়ালা আমাদিগকে হেদায়াত করিয়াছেন ইছলামের উপর এবং সৎপথে চলিবার জন্য আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। তখন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াচ্ছাল্লাম বলিলেন— আল্লাহর কছম! তোমরা শুধু আল্লাহর শোকর আদায় করিবার জন্য বসিয়াছ। তাঁহারা আরজ করিলেন— কছম আল্লাহর। আমরা শুধু আল্লাহর শোকর আদায় করিবার জন্যেই বসিয়াছি। অতঃপর হুজুরেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াচ্ছাল্লাম ইরশাদ করেন—আমি তোমাদিগকে এই জন্যে কছম দেই নাই যে, তোমরা ধারনা করিবে যে, তোমরা মিথ্যা বলিতেছ বরং আমার নিকট ওহি আসিয়াছে এবং জিবরাঈল এই সংবাদ দিয়াছেন যে,

অর্থ :—আল্লাহ তায়ালা ফেরেস্তাগণের মধ্যে তোমাদের গৌরব প্রকাশ করিতেছেন যে, আমরা বান্দা আমার নেয়ামতের শোকর আদায় করিতেছে। দেখুন, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নেয়ামত এবং হেদায়েতে ইছলাম যাহা কেবল মাত্র রাসুলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উছিলায় লাভ করিয়াছেন তাহার শোক্‌রীয়া আদায় করতঃ কত বড় সম্মান

লাভ করিলেন। যাহা আল্লাহপাক স্বয়ং ফেরেস্তাগণের সহিত গৌরবের সহিত প্রকাশ করিলেন। এক্ষণে মীলাদ শরীফে অবিকল ঐ শোক্‌রীয়া আল্লাহর নে'মাতের যাহা স্বয়ং হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম—যিনি দ্বীন ইসলামের আসল বুনিয়াদ—তাঁহারই মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে আল্লাহর নে'মাতের শোকর আদায় হয়

কোরআনে করীমে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন।

অর্থ :—নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি নূর। অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রাণ পেয়ারা রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এবং 'নূর' রাসুলে পাকের নাম মুবারক—যাহার নূরের আলোচনা মীলাদ শরীফে আলোচনা করা হয়। কোরানে কারীমে আল্লাহ পাক বলেন—

(কোল্ বিফাদ্‌লিল্লাহে ওয়াবিরাহমাতিহি ফাবিজালিকা ফাল্‌-ইয়াফরাহু—ছুরায়ে ইউনুছ)

অর্থ :— হে প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। আপনি ঘোষণা করিয়াদিন—হে মুসলমান! তোমরা যে আল্লাহর ফজল ও রহমত লাভ করিয়াছ তজ্জন্য খুশী হও।

নিখিল সৃষ্টির প্রাণ পেয়ারা মাহবুবে খোদা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দুনিয়ায় আগমণের চাইতে বড় খুশী ও আনন্দের বিষয় দুনিয়ায় আর নাই। এই জন্যই মীলাদ শরীফের মধ্যে সমস্ত পাড়া প্রতিবেশী,

আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব একত্র মিলিত হইয়া ঘর বাড়ী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করিয়া এবং রং-বেরঙ্গের বাতির দ্বারা আলোকের ব্যবস্থা করিয়া, আতর গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ছিটাইয়া বড়ই জাক জমক সহকারে অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া আল্লাহ্ ও রাসুলের মহব্বত ও রেজা-মন্দি লাভের আশায় ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন ও তাবারুক্ বিতরণ করিয়া থাকে। ইহাতে আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকরিয়া ও আনন্দ প্রকাশ হয় তাহা বলাই বাহুল্য।

এক্ষণে এই মর্মে আমি (মাওঃ আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল্‌কাদেরী) আমার প্রিয় মুসলমান ভ্রাতা ভগিনী এবং আমার প্রিয় মুরীদ মুতাকিদ নর-নারী সকলকে জানাই-তেছি যে, দৈনিক না পারিলে অন্ততঃ সপ্তাহে ১/২ দিন নির্দ্দিষ্ট সময় করিয়া, নারী পুরুষ যাহারা এগানা অর্থাৎ যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম তাহারা সকলে একত্র বসিয়া আর যাহারা বেগানা অর্থাৎ যাহাদের সহিত বিবাহ হালাল তাহাদের সহিত পর্দা করিয়া বসিয়া ওজুর সহিত পবিত্র পোশাকে আদবের সহিত বসিয়া মীলাদ শরীফ আরম্ভ করিবেন। সাবধান! কোন প্রকার গান-বাদ্য যেন না থাকে। না'তে রাছুল পদ্যে-গদ্যে আরবী, ফারসী, উর্দু ও বাংলা যে কোন ভাষায় পাঠ করা যায়। অথবা যার ভাষায় পাঠ করিবেন যেন সকলে বুঝিতে পারে; নবীজীর পরিচয় গুণ-জ্ঞান উপলব্ধি করিতে

পারে। হুজুরে পোর নূরমাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াচ্ছাল্লামের পরিচয়, নূর মোবারকের বর্ণনা, হুজুরে পাকের ফাজায়েল কামালাত,, মু'জেজাত তথা হুজুরে পাকের বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্য ও গুণাবলীর পর্যালোচনা সরল ভাষায় করিবেন সাবধান। মীলাদ শরীফের মাহফিলের যথাযথ আদব রক্ষা করিবেন—কোনও অনর্থক কথাবার্তা কিংবা কোন প্রকার ধূমপান করিবেন না। সর্ব্ব প্রথম কেরআন তেলাওয়াত করতঃ হুজুরে আক্‌রাম নূরে মোজাচ্ছাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে হাজির ও নাজির জানিয়া মুহব্বতের সঙ্গে সকলে মিলিয়া উচ্চঃস্বরে মিষ্টি ভাষায় দরূদ শরীফ পাঠ করিবেন। অবশেষে, যখন হুজুরে পাকের পবিত্র বেলাদাত শরীফের আলোচনা করা হইবে তখন সকলেই দাঁড়াইয়া ছালাত ও ছালাম পাঠ করিবেন কিয়াম-ই-তাজিমী পালন করিবেন। যারা বসিয়া থাকে ছালামের সময় কিয়াম করেনা নিশ্চয়ই তারা বে-আদব ওহাবী বেঈমান জানিবেন। ইহাদের সঙ্গে কোনও প্রকার সম্পর্ক রাখিবেন না। সমাজ নামাজ প্রভৃতি সর্ব্বাদিক দিয়াই এদের হইতে পৃথক থাকিবে। ওহাবী মৌলুভীদের পিছনে নামাজ হইবে না। ওহাবীদলের আকীদা ও বিশ্বাস ভয়ানক খারাপ ও জঘন্য, বরং কুফুরী মুলক। তাদের জঘন্য আকীদার কারণে মক্কা ও মদীনা শরীফের উলামা ও মুফতীয়ানে কেরাম এবং পাক ভারতের শত শত উলামা ও মুফতীগণ এদেরকে কাফের ও মোর্‌তাদ্ বলিয়া ফতুয়া দিয়াছেন।

'হোচ্ছামুল্ হারামাঈন' ও 'আচ্ছাওয়ারেমুল হিন্দিয়া' নামক কিতাবাদি দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত ইহার প্রমানার্থে বহু বহু কিতাবাদি রহিয়াছে। তথা কথিত ওহাবীদের ২/৩ জনের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া দিতেছি। যথা—হিন্দুস্থানী ওহাবীদের গুরু-ঠাকুর মৌঃ ইসমাঈল দেহলুভী ও মৌঃ রশীদ আহাম্মদ গঙ্গুহী এবং তাদের শিষ্য ওহাবী মতবাদ প্রচারে সুচতুর মৌঃ আশ্রাফ আলী থান্‌ভী ও মৌঃ খলিল আহাম্মদ আম্বট। এরা প্রত্যেকেই তুবমণে রাসুল ও মীলাদ কিয়ামের বিরোধী ছিল। মৌঃ আশ্রাফ আলীর লিখিত খোতবাতুল আহকাম নামক বঙ্গানুবাদ খোতবার ১৪৩ পৃষ্ঠায় মীলাদ শরীফ সম্বন্ধে লিখিয়াছে,,—যদি উহা অত্যাবশ্যক কিংবা উদ্দেশ্য ব্যঞ্জক বলিয়া এতেকাদ করে তবে উহা পরিষ্কার বেদআতের অন্তর্ভুক্ত হইবে।' এই মতলব বেদআত বা শুধু বেদআত বলায় বেদআতে ছাইয়েয়াহ বা হারাম বুঝাইতেছে' নাউজুবিল্লাহ! তদ্রুপ, রবিউসসানী মাসে হজরত বড় পীর দাস্তেগীর গাউছুল আজম শায়খ মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) এর উরূছ পাকের অনুষ্ঠান কারও বেদআতে ছাইয়্যেয়াহ হারাম লিখিয়াছে নাউজুবিল্লাহ। অতএব, ওহাবী মৌঃ আশ্রাফ আলী প্রণীত উক্ত খোতবা পাঠ করা জায়েজ নহে। জানিয়া পড়িলে ওহাবীদের মধ্যে গণ্য হইবে এবং ওহাবীদের উপর যেই ফতুয়া তাহার উপর সেই ফতুয়া প্রয়োগ হইবে। কাজেই

তাহার পেছনে নামাজ হইবে না। উক্ত মৌঃ আশ্রাফ আলী থানুভী তার কছছুছ ছাবীল নামক পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে—অন্য কতিপয় কাজ আসলে জায়েজ ছিল কিন্তু জায়েজের সঙ্গে নাজায়েজ মিশিয়া যাওয়ার কারণে জায়েজ নাজায়েজ হইয়া গিয়াছে যেমন—বুজুর্গদের মাজারে ওরছ করা কাওয়ালী গাওয়া বা শুনা; খতম পড়া মৌলুদ শরীফের মজলিস করা ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার উক্ত পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছে যে সব রছম হজরত রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁহার ছাহাবীদের তরিকার খেলাফ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে সে সব রছম ছাড়িয়া দিবে চাই সে সব রছম দুনিয়ার সঙ্গে হউক বা দ্বীনের সঙ্গে; যেমন ঃ— 'রছমী মওলুদ শরীফ" ফাতেহা, ওরছ ইত্যাদি। এক্ষণে '৭০' পৃষ্ঠার উত্তর ঃ—

জায়েজের সঙ্গে নাজায়েজ মিশিয়া গেলে জায়েজ নাজায়েজ হইয়া যায়—ইহা নিরেট জাহেলের কথা। যদি তাহাই হয়—জায়েজের সঙ্গে নাজায়েজ মিশিয়া গেলখ যদি জায়েজও নাজায়েজ হইয়া যায় তবে দুনিয়ায় জায়েজের আর পাত্তা পাওয়া যাইবে না। যেমন—মুড়ি, খই খাওয়াও জায়েজ হইয়া যাইবে. কারণ মাটী খাওয়া জায়েজ নহে। এবং বালু-মাটী আর ধান বা চাউল একত্র মিশাইয়া মুড়ি ও খই তৈয়ার করা হয়। বহু মাদ্রাসাহ্-মক্তব এবং স্কুল-কলেজে জঘন্য গুনাহের কাজও হইয়া থাকে। এক্ষণে, স্কুল-কলেজে

ও মাদ্রাসাহ্-মক্তবে পড়া ওতো নাজায়েজ; কেননা, জায়েজের মধ্যে নাজায়েজ মিশিয়া গিয়াছে। তাহলে, আশ্রাফ আলী থানুভীই-বা কোথায় লেখাপড়া করিয়া মৌলুবী হইয়াছিল? কোরআন শরীফ পাঠ কালে কেহ যদি-ই বাদ্য বাজাইয়া থাকে, তখন কি কোরআন শরীফ পাঠ করা নাজায়েজ হইয়া যাইবে? মসজিদে যদি কেহ কোন দোষের কাজ করে ফেলে, —যেমন বর্ত্তমান যমানার গাটিওয়ালা তবলীগী মূর্খরা খোদার ঘর মসজিদে থাকে-খায় রান্না করে; ঘুমের ঘোরে কারও কারও স্বপ্নদোষ হয়, গনোরিয়া ও প্রস্রাবের রোগী বৃদ্ধরা মসজিদকে নাপাক করে। তবে কি মসজিদ ও নাজায়েজ হইয়া গিয়াছে বলিয়া ফতুয়া দিয়া মসজিদ পুড়াইয়া দিতে হইবে? না ঐ মূর্খ ও কমবখতদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে? মাথায় যদি উকুণ হয় কিংবা চাটাইতে যদি ছারপোকা হয়, তবে কি মাথা কাটিয়া ও চাটাই পুড়িয়া ফেলিবে? না-না; বরং ছারপোকা ও উকুন দূর করিবার ব্যবস্থা করিবে। তদ্রূপ নাজায়েজ কাজগুলি জায়েজ কাজ হইতে সরাইয়া দিয়া জায়েজ কাজগুলি ঠিক রাখতে হইবে। ইহাই ধর্মীয় বিধান এবং ঈমানদার ও বুদ্ধিমান লোকের কাজ। প্রিয় পাঠকবৃন্দ! এক্ষণে শুনুন ৭৩ পৃষ্ঠার উক্তির জওয়াব:- মৌঃ থানুভী লিখিয়াছে রছমী মিলাদ শরীফ, ওরছ ও ফাতেহা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের

যুগে এবং ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না; তাই তাহা ছাড়িয়াদিতে হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি মৌঃ আশরাফ আলী কোন যুগের? তাকেওতো মানা যাইবে না। সেতো নাছিল রাসুলে পাকের যমনায়, নাছিল ছাহাবা ও তাবেঈন গণের যমানায়; তার কথা কিরূপে মানা যাইবে? আশরাফা-লীর নামের শেষে যে চিস্তি লিখিয়াছে উহাও কি নাজায়েজ হয় নাই? কারন রাসুলে পাক ছাহাবাগণের যুগে চিস্তীয়া কেন কোন তারিকারই অস্তিত্ব ছিলনা। উক্ত কছুছুছ ছাবীলে পুস্তকের ৮৪ পৃষ্ঠায় মৌঃ থানভী লিখিয়াছে "মুরীদের কর্ত্তব্য কাজ—২নং সমস্ত কাজ 'বেহেস্তী জেওরের' অনুযায়ী করিতে হইবে।" জিজ্ঞাস্য হইল– উক্ত 'বেহেস্তী জেওর" পুস্তকটি রাসুলে পাক ও ছাহাবায়ে কেরামের যমনায় ছিল কি? পক্ষান্তরে, মৌঃ থানুভী রচিত উক্ত 'বেহেস্তী জেওর' পুস্তকে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জমায়াতের খেলাফ ও হানাফী মজহাবের পরীপন্থী বহু আকায়েদ ও মাগায়েল রহিয়াছে –(বাহারে শরীয়ত দ্রষ্টব্য)। অপরদিকে কাগজে লিখিত, প্রেস হইতে মুদ্রিত বা ছাপান ও হরকত বিশিষ্ট কোরআন শরীফ ও রাসুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াচ্ছা-ল্লামের যুগে ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না। তবে কি কাগজের জিল্‌দ করা কোরআন শরীফ পাঠ করা ও নাজায়েজ বলিয়া ফতুয়া দেওয়া চলিবে? রাসুলে পাকের যমানা তথা 'কুরুনে ছালাছা' বা উৎকৃষ্ট তিন যমানার বহু পরে মাদ্রাসা-মক্তব, স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত হয়; তাই বলিয়া এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান নাজায়েজ হইয়া গিয়াছে বলার সাহস কোন মৌলুভীর আছে কি? দেওবন্দীদের দেওবন্দ? মাদ্রাসা খানিই-বা কোন যুগের? আসল কথা হইল, ওহাবীদের ঈমানই নাই। বাতেল আকীদার দোষে যখন মানুষের ঈমান বরবাদ হইয়া যায় তখন আক্কল বা জ্ঞান ও বরবাদ ও বিনষ্ট হইয়া যায়; কেন না, আক্কল বা জ্ঞান ঈমানের অধীন। যে ব্যক্তি মোমিন তাহার আক্কলও মুমিন; আর যে ব্যক্তি বেঈমান তার আক্কলও বেঈমান। আল্লাহ হেদায়াত নছীব করুন। আমীন!! ইয়া রাব্বাল আলামিন্!!!

অতঃপর, উর্দ্দু ভাষায় (পদ্যে) 'লহরী মীলাদ শরীফ এবং বাংলায় 'কাব্যে মীলাদে মোস্তফা' সংকলিত হইল। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা মুমিন মুসলিম ভ্রাতা-ভগ্নি ও আশেকানে মোস্তফা-গণের প্রতি আমার এই আরজ:—আপনারা অনোর প্রাণের আক্কা ও মাওলা মাহ্বুবে খোদা মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ ছাল্লা-মের মীলাদ শরীফ (যে কোন ১টি পদ্ধতিতে) অত্যন্ত জৌক ও শৌক সহকারে পাঠকরবেন। অবশেষে, দাঁড়াইয়া তাজিম ও মহব্বতের সঙ্গে ছালাম পাঠ করিবেন। মনে রাখিবেন আল্লাহ পাকের দরবারে মীলাদ শরীফ ও কিয়াম-ই-তাজিমীর ন্যায় মকবুল ও প্রিয় বন্দেগী আর নাই।

কাব্যে মিলাদে মোস্তফা

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব মোহাম্মদ রাসুল
হলেন তিনি সবার আদি সৃষ্টি কুলের মূল ॥
পয়দা যদি তাকে নাহি করতো পরওয়ার
পয়দা তবে হইত নাহি এ বিশ্ব সংসার ॥
তাহার নূরে পয়দা হ'ল জমিন ও আসমান
আরশ-কুরসী লৌহ কলম ফেরেস্তা ইনসান ॥
রবিশশী গ্রহ-তারা যত কিছু সব
নূরে মোহাম্মদীর দ্বারাই পয়দা করেন রব ॥
কোন কিছু না হইতে মোহাম্মদী নূর
সবার আগে পয়দা হলেন হুকুমে প্রভুর ॥
আদমেরে গড়ার আগে কাদা-মাটি দিয়া
পেলেন খেতাব রাসুলুল্লাহ খাতামুল আম্বিয়া ॥
আদমেরে পয়দা করি পেশানীতে তার
দিলেন সৈপ্যা আল্লাহ নূর নবী মোস্তফার ॥
আদমের ভালে থাকি ঐ নূর রাসুলের
লাভ করিলেন ফেরেস্তাদের সেজদা তাজিমের ॥
আত্তিরিল্লাহুম্মা কাবরাহুল কারীম
বিআরফিন্ শাজিয়িম্ মিন্ছালাতে ও ওয়া তাছলিম
আল্লাহুম্মা ছাল্লেওয়া ছাল্লিম ওয়াবারিক্ আলাই।
আদম হইতে শীস্ হইয়া ক্রমে এসে নূর
নূহ নবীর পেশানীতে হইল তা'জহুর ॥

তামাম ডুবল যখনঅথৈ পানির তলে
কিশতী নূহের ভাসল তখন সেই নূরেরী বলে ।।
তাহার পরে বহু পোশ্‌ত ছায়ের করি শেষ
উদয় হ"ল খলীলুল্লাহ নবীর ললাট দেশ ।।
জল্লনা সেই নূরের উছিলায় ইবরাহীম খলীল
তাঁহার পরে নূর পেলেন তাঁর পূত্র ইসমাঈল।।
ইস্‌মাঈলের পরে বহু পোশ্‌ত ঘুরি নুর
আব্দে মোত্তালিবের ভালে হইল তা"জহুর ।।
নবীর দাদা মোত্তালিব কোরাইশী খান্দান্‌
আহাব জোড়া ছিল তাঁহার খ্যাতি যশঃমান ।।
তাঁহার পেশানী হইতে হুকুমে আল্লাহর
নাযিল হ"ল নুর মোবারক ভালে আবহুল্লাহর ।।

আওরিল্লাহুম্মা··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
··· — ··· — ··· ··· ··· ··· — — — ··· ।

আদম হ"তে আবহুল্লাহ তক যেই জনই সে নুর
লাভ করিতেন তিনিই পেতেন মর্যদা প্রচুর ।।
নবীর পিতৃ পুরুষ সবাই ছিলেন খ্যাতিমান
যিনা শেরেক হতে সবাই ছিলেন পাক দামান ।।
কুলে সবাই ছিলেন কুলীন বংশ-মহিমায়
ছিলেন তারা সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হুনিয়ায় ।।
কোরেশ বংশ সেরা বংশ উচ্চ তাহার শান
তাহার মাঝে সেরা আবার হাশেমী খান্দান ।।

সেই খান্দানে জন্ম হলেন মোহাম্মদ রসুল
কেউ না আছে বংশ গুণে তাঁহার সমতুল ।।
খালেক পরে নুর আসিল ভালে আবহুল্লাহর
উজল তাহার বদন যেন চন্দ্র পূর্ণিমার ।।
দিন জোলান রূপ হ'ল সে নূরের উচিলায়
যেই দেখে সে-ই তার উপরে আশেক হইয়া যায় ।।
দেইখা সে-রূপ বহু নারী হইল বেকারার
নুরের লোভে খাহেশ করে হইতে বিবি তার ।।
ভাইগ্য ছিল সে নুর পাবেন মাতা আমিনায়
তাইতো গিয়া নবীর পিতা শাদী করেন তায় ।।
যথারীতি নুর মোবারক নবী মোস্তফার
হাজির হলেন এক জুমা বার গর্ভে আমিনার ।।
হায়রে হুঃখ মর্জি খোদার পিতা আবহুল্লায়
ছ'মাস পরে ওপাত পেলেন গিয়া মদীনায় ॥
আত্তিরিল্লাওম্মা ... ... —
... ...

নবীর নুরে মা আমিনার হ'ল নূর বদন
দেখেন রাতে শুইয়া কেবল অদ্ভুত স্বপন ॥
দেখেন তাহার পেটে আছেন সবার সেরাজন
ওহে বিবি সাবধানে তাই রহ অনুক্ষণ ॥
আবার দেখেন সৃষ্টি বাগের শ্রেষ্ঠতম ফুল
তোমার পেটে নাম রেখো তার মোহাম্মদ রাসুল ॥

এমনি করে কাটাইলেন পূর্ণ নয়টি মাস
পূর্ণ হ'তে চল্ল এবার সবার অভিলাষ ॥
খতম হ'তে চল্ল এবার ব্যাকুল এন্তেজার
আগমণের সময় হইয়া আসল মোস্তফার ॥
রাত্র গভীর মা-আমিনা প্রসব বেদনায়
কাতর অতি ঘরে কেহনাইক কাছে হায় ॥
হইল হঠাৎ গভীর ধ্বনি লাগল মনে ভয়
সাথে সাথে হইল গৃহ আলোয় আলোকময় ॥
ইরাগেল গন্ধে আজি স্নিগ্ধ অনুপম
এলেন কাছে মা-আমিনার আছিয়া মরিয়ম ॥
মেশক্ক লয়ে আতর লয়ে, লয়ে গোলাবজল
বেহেস্ত হ'তে আসল নেমে হুর-সেহেলীর দল ॥
রেশমী চাদর হইল পাতা আকাশ-জমীন মাঝ
চারিদিকে খুশীর লহর সবার চারো সাজ ॥
খুইলাগেল হঠাৎ আজি আসমানি তোরন
খোদার নূরে নিখিল জাহান হইল রৌশন ॥
বারেতে সোম সেদিন বারই রবিউল আউয়াল্
ঈসাঈ সন পাঁচ শ'সত্তর (৫৭০) পয়লা হাতী সাল ॥
শেষ রজনী প্রভাত রেখা জাগছে গগণ ভালে
দয়াল নবী এলেন ধরায় সেই মুবারক কালে ॥
আত্তিরিল্লাহুমা ..... ॥
..... ॥

যাহার লাগি পয়দা জাহান আসার খবর যার
যুগে যুগে নবী-রাসুল করেছে প্রচার ॥
গ্রহ রবি চাঁদ সেতারা বিশ্ব ভুবন যার
করছে জামাল দেখার লাগি গভীর এন্তেজার ॥
মানব দানব ফেরেস্তা জীন দ্বীদার লাগি যার
রাহা চেয়ে চেয়ে হ'ল অধীর বেকারার ॥
মাখলুকাতের আশেক ছিলেন পরম মাশুক ধন
ধ্যানের জগত হ'তে ধরায় করলেন আগমণ ॥
উঠ্‌লো কেঁপে মুহুর্ত্তে ভিত বাতেল খোদায়ীর
ভেঙ্গে পড়ে গেল হঠাৎ লাত্‌ মানাতের শীর ॥
ভাঙ্গিল ভুল উঠলো কেঁপে পাপীষ্ট শয়তান
বালাখানা নওশের- ওয়ার হইল খান খান ॥
মজুসীদের অগ্নি শিখা নিভে হইল পানি
বিশ্বব্যাপি সে খোশ খবর হইল জানাজানি ॥
সেইনা খুশীর বার্তা লয়ে ছুটল সমীরণ
দিকে দিকে জাগল সবার পুলকশিহরণ ॥
ফুল বাগিচার শাখায় শাখায় উঠলো নেচে ফুল
ফুলে ফুলে গুন্‌জুরিয়া উঠলো অলিকুল ॥
বেহেস্ত-বাগে হুর-বালারা উঠলো গেয়ে গান
ফেরেস্তারা উঠলো বলে আহ্‌লান্‌ ও ছাহ্‌লান ॥
পড়ল ছালাম উর্মিমালা সপ্ত দরিয়ার
ঢেউ জাগিল মহাখুশীর নিখিল দুনিয়ায় ॥

খোদার হাবীব ধরার বুকে করলেন পদার্পণ
ধ্যানের রাজা জ্ঞানের রাজা করলেন আগমণ ॥
এলেন ধরায় নবীকুলের বাদশাহ্ নবীবর
শান্তিদাতা মুক্তিদাতা এলেন ধরা পর ।
শান্তিদাতা মুক্তি দাতা এলেন দুনিয়ায়
আসুন সবাই দাঁড়াইয়া ছালাম জানাই তায় ।

অতঃপর, কিয়াম-ই-তাজিমী পালন করিবেন ও সালামে মোস্তফা পাঠ করিবেন ।

লহরী—মীলাদে মোস্তফা (দঃ)

আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু-লা-ইলাহা-ইল্লাহু—৩ বার

১। আমেনা বিবিকে গোল্শানমে আয়া হায় তাজা বাহার
পড়তে হেঁ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম—
আজ্দার্ ও দির্ওয়ার নবীজী — —...
আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহু-লা-ইলা-হা ইল্লাহু—৩ বার ॥

২। বারাহ্ রবিউল আওয়্যাল্কু আয়া দুর্রে এতিম মুহুরে নবুওয়ত মাহে রেছালাত ছাহেবে খুলকীন আজীম—নবীজী আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহু-লা-ইলাহা-ইল্লাহু ৩ বার ।

৩। অম্বাওয়ালী দো-জাহানকা আউর আল্লাহ্ কা মকবুল্ শাফীয়ে মা৽শার ছাকীয়ে কাওছার পিয়ারা—

মোহাম্মদ রসুল নবীজী… … ॥

৪। হামেদ ও মাহ্মুদ আউর মোহাম্মদ দোজাহানকা ছরদার জান্ছে পিয়ারা রাজদুলার' রহমতকা ছরকার নবীজী… … ॥

৫। উম্মাতীন খায়াহা কামলি ওয়ালা কোরআন্কী তফ্ছীর তাজের নাজের শাহেদ কাছেম আয়া ছেরাজুম মুনীর নবীজী … ॥

৬। আউয়্যাল ও আখের ছবকুছ জানে দেখে বায়ীদ ও করীব গায়েব্কী খবর দেনে ওয়ালা আল্লাহ্কা হাবীব

নবীজী… ॥

৭। দর্দেমন্দোঁকি ছুন্নে ওয়ালা বে-কাছকা গমখার দুখিয়া দেলোকা হায় ওহ্ছাহারা হামীয়ে রোজে শুমার

নবীজী… ॥

৮। হুছ্নে ছেরাপা জাত্কা মজহার আল্লাহ্কী বুরহান্ মোহছেনে আজম রহমতে আলম হায়ওহ্ ঈমানকি জান

নবীজী…… … ॥

৯। ছব্ছে আক্রাম ছবছে আশরাফ ছবছে হে ওহ আ'লা-মালেকে জান্নাত কাছেমে নে'মাত ছবছে হে ওহ বালা

নবীজী… .. ॥

১০। দুর বালায়িঁ কার্নে ওয়ালা উম্মতকা গম্খার্ হাফেজ ও হামী শাফে ও নাফে রহমত কি ছরকার নবীজী …… ॥

১১। ছাইয়্যেদে মক্কী শাহে মদীনা পিয়ারে নবীজী আয়ে ছিন্ লিয়া দেল মন্-মোহন্নে চাঁন্দছা মুখরা দেখায়ে নবীজী ··· ···॥

১২। বাহ্রে ছালামি ছারে ফেরেস্তে আছমানোছে আয়ে ছোবাহ্ বলাদাত পেয়ারে নবী পর ছালাত ও ছালাম পৌছায়ে নবীজী········ ॥

১৩। পিয়ারী ছুরত হাঁছতা চেহ্রা মুহ্ছে ঝরতে ফুল্ নূরকা পুতলা চাঁদছা টুক্রা হক্কা পেয়ারা রাসুল নবীজী ······ ॥

১৪। কুফ্র ও শেরক কালী ঘটায়েঁ হু-গ্যায়ি ছারি দুর মাশরেক ও মাগ্রেব তুনিয়া আন্দারছু গিয়া নূরহি নুর নবীজী··· ··· ॥

১৫। জিব্রিল আয়ে ঝুলা ঝুলানে লহরী দেজি শান ছু-জা ছু-জা রহ তে আলম দো-জাহাঁনকে ছুলতান নবীজী আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু-লা-ইলাহা ইল্লাহু··· ··· ॥

বিঃ দ্রঃ— ১২ নং লহরী পাঠান্তে সকলেই কিয়াম-ই-তাজিমী পালনার্থে দাঁড়াইয়া যাইবেন এবং বাকী লহরী পাঠ করতঃ সালামে মোস্তফা পাঠ করিবেন।

কিয়াম ই তাজিমীঃ সালামে মোস্তফা।

ইয়ানাবী সালামু আলাইকা
ইয়ারাসুল সালামু আলাইকা
ইয়াহাবীব সালামু আলাইকা
সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা ।।

১। খালেক্‌নে ছারী মখলুক্‌ছে পহ্‌লে
আপনে হাবীবকা নূর বানায়া
উছি নূরে মোহাম্মদীপে গোলামাঁকে
লাখে সালাম—ইয়ানাবী ..... ।।

২। খোদ খোদানে আপনে মাহ্‌বুব্‌কু
আপনি শান আত্বা কিয়া
উনকি শানে আজমতপে
গোলামোঁকে লাখোঁ সালাম ।। ঐ

৩। আরশেছে যিয়াদা মরতবা ওয়ালা
রওজায়ে রাসুলল্লাহ্‌কা
উছি রওজায়ে আনোয়ারপে গোলামোঁকে
লাখো সালাম ।। ঐ

৪। জিনকাশানে আজমতকা তফছীর হেঁ
পাক কোরআনমে
উছি কালামে পাক পর আশেকোঁকে
লাখো সালাম-ইয়ানাবী ।। ঐ

৫। যিন্ আশেকোঁ কে ও ছিলাছে
আল্লাহকা মাহবুবকা শান
তছদীক কারনেকা তওফীক মিলা
উনপাক রুহ পর আশেকোঁকে
লাখো সালাম-ইয়ানাবী ॥

৬। ইয়ানে হজরতে আ'লা বেরিলিকি শান
আয়ছি মোজাদ্দেদে মিল্লাত পে
লাখো সালাম-ইয়ানাবী ॥

সালামে মোস্তফা

আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াত্তাছলিমা

মোস্তফা জানে রহমতপে লাখো ছালাম
শময়ে বযমে হেদায়াতপে লাখো ছালাম ॥

১। মোহরে চরখে নবুওয়তপে রৌশন দরূদ
গোলে বাগে রেছালাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

২। শহরে ইয়ারারাম তাজদারে হারাম
নোবাহারে শাফায়াতপে লাখো ছালাম। ঐ

৩। শবে আছরাকে দুলহাপে দায়েম দরূদ
নোশায়ে বযমে জান্নাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৪। আরশে কি যিব ও যিনাতপে আরশী দরূদ
ফরশেকি তাইয়্যেব ও নুযহাত পেলাখো ছালাম ॥ ঐ

৫। নুরে আইনে লাতাফাতপে অলতাফ দরূদ
যিব ও যিনে নাজাফাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৬। ছেরও নাযে কদম মোগযে রাজে হেকাম
একাতায়ে ফজিলতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৭। নেকৃতা ছিরে ওয়াহদাতপে একাতা দরূদ
মারকাযে দুর কাছরাতপে লাখো ছালাম। ঐ

৮। ছাহেবে রুজআতে শামছ ও শক্কুল কামার
নায়েবে দাস্তে কুদ্রতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৯। জিনকে যিরে লেওয়া আদম ও মান ছেওয়া
উছ ছায়ায়ে ছিয়াদাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ
১০। আরশেতা ফরশে হে জিছকে যিরে নাগিন
উছকি কাহেরে রিয়াছতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ
১১। আছলে হার বুদ ও বহবুদ তুখমে ওজুদ
কাছেমে কানযে নেয়মাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ
১২। ফাতহে বাবে নবুওয়তপে বেহদ দরূদ
খতমে দুরে রেছালাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ
১৩। শরকে আনোয়ারে কুদ্রতপে নুরী দরূদ
ফাতকে আজহারে কোরবতপে লাখো ছালাম । ঐ
১৪। বেছাহিম ও কাছিম ও আদিল ও মাছিল
জাওহারে ফেরু ইজ্জতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ
১৫। ছিরে গায়েব হেদায়াতপে গাইবী দরূদ
ইত্বরে হাবীব নেহায়াতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ
১৬। মাহে লাহুত খেলওয়াতপে লাখো দরূদ
শাহে নাছুত জালোয়াতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ
১৭। কান্‌যে হার বেকাছ ও বেনাওয়া পর দরূদ
হারজে হার রফতাহ তাকতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ
১৮। পর্‌তুয়ে ইছমে জাতে আহাদ পর দরূদ
মাক্‌তায়ে হার ছিয়াদাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ
১৯। খাল্‌কেকে দাদেরাছ ছবকে ফরিয়াদেরাছ
কাহাফে রোজে মছিবতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

২০। মুগা্তে বেকাছকি দোলতনে লাখো দরূদ
মুগা্তে বেবছকি কুওয়তপে লাখো ছালাম ॥ ঐ ।

২১। শম্যে বগ্যে দানাহু মায় গম্কুন্ আনা
শহ্রে মতীন হুবিয়াতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ ।

২২। এত্তেহাদে হুয়ি এবতেদায়ে একি
আয়্যো তাফরিক ও কাছরাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

২৩। কাছরাতে বা'দ কিল্লতপে আক্ছার দরূদ
ইজ্জতে বাদ জিল্লতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

২৪। রাব্বে আলাকি নেয়মাতপে আলা দরূদ
হক তায়ালাকি মান্নতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

২৫। হাম্ গরীবোঁকে আকাপে বেহদ দরূদ
হাম্ ফকীরোঁকি ছরওয়াতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

২৬। ফারহাতে জান্ মোমেনপে বেহদ দরূদ
গায়েজে কাল্ব দ্বালালাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

২৭। ছববে হার ছাবাব মুন্তাহায়ে ত্বালাব
ইল্লাতে জুম্লা ইল্লাত্পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

২৮। মাছদারে মাজদারিয়াত্পে আজহার দরূদ
মাজহারে মাছদারিয়াত্পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

২৯। জিছ্কে জাল্ওয়েছে মার্জায়ি কালিয়াঁ খিলে
উছগোলে মাম্বাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৩০। কদ্বে ছায়াকে ছায়ায়ে মার্হামাত
জিল্লে মামদুদে রাফাতপে লাখো ছালাম । ঐ

৩১। তায়েরানে কুদ্দুছ জিন্‌কিহেঁ কাম্‌রিয়াঁ
উছছহি ছের বেকামত্‌পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৩২। ওয়াছফে জিছকা হায় আয়না হক্‌নুমা
উছ খোদা ছাযে তাল্‌আতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৩৩। জিছকে আগে ছের ছারদারানে খাম রাহেঁ
উছ ছেরে তাজে রাফআতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৩৪। ওহ্‌ করম কি ঘাটা গেছুয়ে মুশকিছা
লুক্কা আবরে রাফাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৩৫। লাইলাতুল ক্বাদ্‌রেমে মাত্বলাইল ফাজরে হক্ব
মাঙ্গ কি এস্তেকামাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ ॥

৩৬। লাখতে লাখতে দিল হার জিগার চাক্‌ছে
শানা কারনেকি হালাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৩৭। দুর ও নজদিক্‌কে ছুন্‌নে ওয়ালে ওহ্‌কান
কানে লা'লে কেরামতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৩৮। চশমায়ে মোহরে মে মওজে নূরে জালাল
উছরাগে হাশিমিয়াতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৩৯। জিছ্‌কি মাথে শাফাআতকা ছুহ্‌রা রাহা
উছজাবিনে ছাআদাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৪০। জিনকে ছেজ্‌দেকু ছেহরাবে কা'বা ঝুকি
উন্‌ভুউঁকি লাতাফাতপে লাখো ছাখো ছালাম ॥ ঐ

৪১। উন্‌কি আঁখেঁাপে ওহ্‌ছায়া আফগান্‌ মজাহ
যাল্লাহু কাছরে রহমত্‌পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৪২। আশ্‌কেবারী মাঝাগাঁপে বর্‌ছে দরূদ
ছুলুকে তুরে শাফাআত্‌পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৪৩। মা'নি ক্বাদরাআ মাক্‌ছাদে মাত্বাগা
নারগেছে বাগে কুদ্রতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৪৪। জিছতরফ উঠগা'য়ি দমমে দম আগিয়া
উছনেগাহে এনায়াতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৪৫। এখচি আখোঁকি শরম ও হায়া পর্‌ দরূদ
উঁচি বিনিকি রাফ্‌আতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৪৬। জিন্‌কে আগে চেরাগে ক্বমর ঝলমলায়ে
উন আযারুকি তালআতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৪৭। উনকে খাদ কি ছাহুলাতপে বেহদ দরূদ
উনকে কাদকি রেশাফাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৪৮। জিছছে তারিকে দিল জগমগা'নে লাগা
উছ চমক্‌ ওয়ালী রঙ্গতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৪৯। চান্দছে মুহপে তাবাঁ দরখশা দরূদ
নিম্‌ক আগি ছাবাহাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৫০। শবনম বাগে হক্‌ ইয়ানী রুখকা আরক্‌
উছকী ছাচ্চী বারাকাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৫১। খতকি গার্‌দ্‌ দেহান ওহ্‌ দিল আ-রা ফাবন্‌
ছব্‌জায়ে নহরে রহমতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৫২। রিশে খেশ ম'তাদেলে মারহাম রিশে দেল
হালায়ে মাহে নাদারাত্‌পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৫৩। পাতলী পাতলী গোলে কুদ্দুছকি পাত্তিয়া
উন্ লবুঁকি নাযাকাত্ পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৫৪। ওহ দেহান জিছকি হারবাত ওহিয়ে খোদা
চশমায়ে এলম ও হেকমতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৫৫। জিছকে পানিছে শাদাব জান ও জেনান
উছ দেহানকি তারা ওযাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৫৬। জিছছে খারী কুঁওয়ায়ে শিরাহ জান বনে
উছযেলালে হালাওয়াতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৫৭। ওহ যবান জিছকু ছবকুন্কি কন্জী কাহেঁ
উছকি নাফেজে হুকুমতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৫৮। উছকি পিয়ারী ফাছাহাতপে বেহদ দরূদ
উছকি দেলকুশ বালাগাতপে লাখো ছালাম ঐ

৫৯। উছকি বাতোঁকি লজ্জতপে লাখো দরূদ
উছকি খোতবেকি হায়বতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৬০। ওহ্দোয়া জিছকা জওবন বাহারে কবুল
উছনাছিমে ইজাবাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৬১। জিন্কে গাচ্ছেছে লাচ্ছে ঝুড়েঁ নূরকে
উন্ছেতারোঁকি নুযহাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৬২। জিন্কি তাছকিন্ছে রুতে হুয়ে হাঁছ পড়েঁ
উছতাবাচ্ছুমকি আদাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৬৩। জিছমে নহূরেঁ হেঁশির ও শকারকি রাওয়াঁ
উছগলেকি নাদারাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৬৪। তুশ বর্ তুশহেঁ জিন্ ছে শানে শরফ
আয়ছে শানোঁকি শওকতপে লাখো ছালাম। ঐ

৬৫ হাজরে আছওয়াদ কা'বায়ে জান ও দ্বিন
ইয়ানি মুহ্রে নবুওয়ত্ পে লাখো ছালাম॥ ঐ

৬৬। রুয়ে আয়না এল্ম্ পোশ্ তে হুজুর
পস্তিয়ে কাছ্ রে মিল্লাত্ পে লাখো ছালাম॥ ঐ

৬৭। হাতজিছ্ ছমেত উঠা গণি কার দিয়া
মৌজে বাহ্ রে ছামাহাত্ পে লাখো ছালাম॥ ঐ

৬৮। জিছ্ কু বার দো আলমকি পরদা নেহি
আয়ছে বাজুকি কুওয়্যাতপে লাখো ছালাম। ঐ

৬৯ কা'বায়ে দ্বীন্ ও ঈমানকে দুনো ছেতুন্
ছাআদাঈনে রেছালাতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

৭০ জিছ্ কে হার্ খতমেহে মৌজেনুরে করম্
উছকাফে বাহ্রে হিম্মতপে লাখো ছালাম। ঐ

৭১। নূর্ কে চশমে লাহরায়েঁ দরিয়া বাহেঁ
আংগুলিউঁকি কেরামতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

৭২। ঈদে মুশকিল কোশাঈকে চমকে হেলাল
নাখুনোঁকি বাশারাতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

৭৩। রফ্ য়ে জিক্রে জালালাত্ পে আরফা দরূদ
শর্হে ছদরে ছাদারাতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

৭৪। দেল্ ছমঝ্ ছেওয়ার হায় মগর ইউঁ কাহোঁ
গুন্চায়ে রাজ ওয়াহ্দাত্ পে লাখো ছালাম।

৭৫। কুল্ জাহাঁ মুল্ক আউর জু কি রুটি গেঙ্গা
উছ সেকেম্‌কি কানায়াতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৭৬। জুকে আজ্‌মে শাফাআত্‌পে খিঁচ্‌কব্‌ বান্ধি
উছ কমরকি হেমায়াত্‌পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৭৭। আম্বিয়া তাহ্ করেঁ যেঅ নু উন্‌কে হুজুর
যে-আনোউঁ কি ওজাহাত্‌পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৭৮। ছাকে আছলে কদম্ শাখে নখ্‌লে করম্
শম্‌এ রাহে আছাবাত্‌পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৭৯। খাঈ কোর্‌আন্ নে খাকে গোজারকি কছম
উছ কাফে পাকি হুরম্‌তপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৮০। জিছ্‌ছুহানী ঘরি চম্‌কা তাইয়্যেবা কা চান্দ
উছ দিলে আফ্‌রোজ ছা আত্‌পে লাখো ছালাম ॥

৮১। পহ্‌লে ছেজ্‌দাপে রোজে আজল্‌ছে দরূদ
ইয়াদ্ গারীয়ে উম্মত্‌পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৮২। যর্‌য়ে শাদার ও হার্ জার্‌এ পর্ শির ছে
বরাকাতে রেজাআত্‌পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৮৩। ভাইয়েঁাক লিয়ে তর্‌কে পেছতাঁ করিঁ
দুধ পিতুঁকি নুছ্‌ফাত্‌পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৮৪। মহদ্ ওয়ালাকি কিছমত্‌পে ছদ্‌হা দরূদ
বুর্‌জে মাহে রেছালাত্‌পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৮৫। আল্লাহ্ আল্লাহ্ ওহ্ চিশ্‌
উছ খোদা ভাতি হরত্‌পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

৮৬। উঠ্‌তে বটুঁকে নাগুদ্‌মুমা পর দরূদ
খিল্‌তে গন্‌চুঁকি নোক্‌হাত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

৮৭। ফজ্‌লে পয়দাইশী পর্ হামেশা দরূদ
খিল্‌নেছে কেরাহাত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

৮৮। বেবানাউট আ া পর্ হাজারো দরূদ
বেতাকাল্লুফ মালাহাত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

৮৯। ভিনি ভিনি মাহাক পর মাহাকৃতী দরূদ
পিয়ারী পিয়ারী নাফাছাত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

৯০। মিঠি মিঠি এবারতপে শিরীঁ দরূদ
আচ্ছি আচ্ছি ইশারাত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

৯১। ছিদ্‌হী ছিদ্‌হী রোশ্‌পে করুরোঁ দরূদ
ছাদী ছাদী তবিয়তপে লাখো ছালাম॥ ঐ

৯২। রোজে গরম্ ও শব্ তিরায়ে ওতারমে
কোহ্‌ও ছাহরাকি খেল্‌ওয়াত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

৯৩। জিছ্‌কে ঘিরেমে হেঁ আম্বিয়া ও মুলক্
উছ জাহাঁগীরে বুঈছাত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

৯৪। আন্ধে শিশে জুহ্‌লা জুল্ দম্‌কানে লাগে
জালওয়াহ্ রেযি দাওয়াত্‌পে লাখো ছালাম॥

৯৫। লুত্‌ফে বেদারী শব্‌পে বেহদ দরূদ
আলেমে খাবে রাহাত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

৯৬। খান্দায়ে ছুবাহ্ ইশ্‌রাতপে নূরী দরূদ
গেরিয়ায়ে আবরে রহমতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

৯৭। নর্‌মি খোয়ে লিনত্‌পে দায়েম দরূদ
গর্‌মিয়ে শানে ছুত্‌ ওয়াত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

৯৮। জিহ্‌কে আগে খেঁচী গর্‌দানে ঝুক্‌গায়ী
উছ খোদাদাদ্‌ শাওকাত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

৯৯। কিছ্‌কু দেখ্‌হা ইয়ে মুছাছে পুছে কোই
আঁখো ওয়ালোঁকি হিম্মত্‌পে ছালাম॥ ঐ

১০০। গার্‌দে মাহ্‌ ও দাস্তে আঞ্জাম্‌মে রুখশা হেলাল
বদরকি দাফ্‌য়ে জুলমাত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

১০১। শোরে তাকবিরছে থর্‌থরাঈ জমিন
জুম্বিশে জাইশে নুছ্‌রত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

১০২। নারাহায়ে দেলির াঁছে বন্‌ গুন্‌জতে
আর্‌শে কুহ্‌ জুরাআত্‌পে লাখো ছালাম॥

১০৩। ওহ্‌ চাক্কা চাক্কী খঞ্জরছে আ-তী ছেদা
মোস্তফা তেরী সওকাতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১০৪। উনকে আগে ওহ্‌ হামজাহ্‌ কি জান্‌বাযিয়াঁ
শিরে গুর্‌রানে ছাত্‌ওয়াত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

১০৫। আলগরজ উন্‌কে হার্‌ মুহ্‌পে লাখো দরূদ
উন্‌কি হার্‌ খু ও খাছলাতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১০৬। উন্‌কে হার নাম ও নিছবত্‌পে নামি দরুদ
উন্‌কে হার্‌ ওয়াক্ত ও হালাত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

১০৭। উন্‌কে মাওলাকে উন্‌পর কররেঁা দরূদ
উন্‌কে আছ্‌হাব ও আছরাত্‌পে লাখো ছালাম॥ ঐ

১০৮। পার্ হায়ে ছাহাফ্ গনচাহায়ে কুদ্দুছ্
অ হ্লে বাইতে নবুওয়ত্ পে লাখো ছালাম॥ ঐ

১০৯। আবে তাত্বহির্ছে জিছ্মে পুদে জমে
উছ্ রিয়াজে জান্নাত্পে লাখো ছালাম॥ ঐ

১১০। খুনে খাইরুর ছে হায় জিছ্কা খামীর
উন্কি বেলওছ তিনাত্পে লাখো ছালাম॥ ঐ

১১১। উছ্ বতুলে জিগার পারাহে মোস্তফা
হ জাল্লাহ্ আরায়ে আফতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১১২। জিছ্কা অ াঁছল নাদেখ্হা মাহ্ও মুহর নে
উছরাদায়ে নাযাহ তপে লাখো ছালাম। ঐ

১১৩। ছাইয়্যেদাহ্ যাহেরা তাইয়্যেবা তাহেরাহ
জানে আহমদ কি রাহাতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১১৪। ওহ্ হাছানে মুজ্তবা ছাইয়্যাহুল আছখিয়া
বাকের হুশে ইজ্জত্পে লাখো ছালাম॥ ঐ

১১৫। আওজ মুহ্রে হুদা মওজে বাহরে নুদা
রুহ্ রুহে ছাখাওয়াতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১১৬। শহদ্খার লুআব্ জবানে নবী
চাশ্নিগীরি আছমতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১১৭। উছশহিদ বেলা শাহে গুল্গুলোঁ কোব্বা
বেকাছ দাশ্তে গরবতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১১৮। হুরে দরজে খাজাফ্ মুহ্রে রুরজে শরফ
রঙ্গে রুমী শাহাদাতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১১৯। আহ্‌লে ইছলামকি মাদারানে শফীক
বানাওয়ানে তাহারাত্‌পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১২০। জাল্‌ওয়া গায়া বায়তুশ শরাফ দরূদ
পরু গায়ানে আফ্‌ফতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১২১। ছিমা পেহেলী মালে কাহাফ আমান্‌ দামান্‌
হক্‌ গোজারে রেফাকাত্‌পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১২২। আরশেছে জিছপে তাছপে তাছলীম নাযেল হুয়ি
উছ ছেরায়ে ছালাম।তপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১২৩। মন্‌ যিলুন মান্‌তাছাবু লানাছাবু লাছাখাব
আয়ছেকু শাক্কি যিনতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১২৪ বিস্তে ছিদ্দিক্ক আরাম জানে নবী
উছহারীমে বারাআতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১২৫। ইয়ানে হায় ছুরাহ্‌ নূরজিন্‌কি গাওয়াহ্‌
উন্‌কি পোরনূরে ছুরতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১২৬। জিছমে রুহুল কুদ্দুছ বেএজাজত না জায়ে
উছ ছেরাদেক্‌কি আছমতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১২৭। শাময়ে তাবানে কাশানাহ এজতেহাদ
মুফতিয়ে চার মিল্লাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১২৮। জানে ছারানে বদরে ওয়াহেদ পর দরূদ
হক্ক গোজরানে বায়য়াতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১২৯। ওহ্‌দছুঁ জিন্‌কু জান্নাতকা মুঝদাহ মিলা
উছমুবরক্‌ জমাআতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১৩০। খাছউছ ছাবেকে ছির কারিবে খোদা
উছুদে কামেলিয়াতপে লাখো ছালাম।। ঐ

১৩১। ছায়ায়ে মোস্তফা মাআয়ে মোস্তফা
ইজ্জ্ নাজে খেলাততপে লাখো ছালাম।। ঐ

১৩২। ইয়ানে উছ আফজালুল খাল্ক বাআদাররুছুল
ছানি ইছনাইনে হিজরতপে লাখো ছালাম।। ঐ

১৩৩। আচ্ছাদাকুচ্ছাদে ীন্ ছাইয়েদিল মুত্তাকীন
চশমে ও গোশে ওয়াজারাতপে লাখো ছালাম।। ঐ

১৩৪। ওহু ওমর জিছকে আ'দাপে শহীদ আছকার
উছখোদাদে দাস্তে হজরতপে লাখো ছালাম।। ঐ

১৩৫। ফারেক হক্ক ও বাতেল ইমামুল হুদা
তেগে মস্লুল শিদ্দাতপে লাখো ছালাম। ঐ

১৩৬। তরজুমানে নবী হাম যবানে নবী
জানে শানে আদালতপে লাখো ছালাম।। ঐ

১৩৭। যাহেদে মস্জিদ্ আহমাদী পর দরূদ
দৌলতে জাইশ ইছরতপে লাখো ছালাম।। ঐ

১৩৮। দারে মন্ছুর কোরআনকি ছুলক্ভি
যাওজে দো নূরে আফফতপে লাখো ছালাম।। ঐ

১৩৯। ইয়ানে উছমান ছাহেবে কামিছে হুদা
হাল্লাপোশ শাহাদাতপে লাখো ছালাম।। ঐ

১৪০। মোরতাদা শেরে হক্ক আশজাউল আশজাইন্
ছাকীয়ে শির ও শরবতপে লাখো ছালাম।। ঐ

১৪১। আছলে নছল ছাফা ওয়াজহে ওয়ালে খোদা
বাবে ফছলে বেলায়াতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১৪২। আওয়্যালীন্ দাফে আহ্লে রাফাজ ও খুরুজ
চারমি রুক্নে মিল্লাতপে লাখো ছালাম। ঐ

১৪৩। শেরে শমশিরে যন্ শাহে খাবীর ও সেকন
পরতু দাস্তে কুদ্রতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১৪৪। মাহি রাফেজ ও তাফজিল ও নছব ও খুরুজ
হামিয়ে দ্বীন্ ও মেল্লাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১৪৫। মোমেনীন্ পেশে ফাতহে ওয়াপছে ফাতহেছব
আহ্লে খায়র ও আদালতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১৪৬। জিছ মুসলমাননে দেখহা উনহেঁ এক নজর
উছ নজরকি বাছারাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১৪৭। জিনকে দুষমনপে লা'নত হায় আল্লাহকী
উনছব আহ্লে মহব্বতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১৪৮। বাকী ছাফিয়ানে শরাবে তহুর
যিনে আহ্লে এবাদতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১৪৯। আওর জেত্নে হাঁয় শাহ্জাদে উছ্ শাহ্কে
উন্ছব্ আহ্লে মাকানাত্পে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১৫০। উনকি বালা শরাফতপে আ'লা দরূদ
উন্কি ওয়ালা ছেয়াদাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১৫১। শাফেঈ মালেক আহমদ্ ঈমাম
চারবাগে ঈমামাতপে লাখো ছালাম ॥ ঐ

১৫২। কামেলানে ত্বারিকতপে কামেল দরূদ
হামেলানে শরীয়তপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৫৩। গাওছে আজম ঈমামুতোকা ওয়ান্নুকা
জলওয়ায়ে শানে কুদ্রতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৫৪। কেতাব ও আবদাল ও এরশাদ্ ওরুশদুর রেশাদ
মহিয়ে দ্বীন ও মিল্লাতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৫৫। মরদে খিলে তরিকতপে বেহদ দরূদ
ফরদে আহ্লে হাকিকতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৫৬। জিছকি মিম্বার হুয়ি গরদানে আওলিয়া
উছ কদমকি কেরামতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৫৭। শাহে বরাকাত ও বরাকাতে পেশিনিয়া
নো বাহারে তরিকতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৫৮। ছাইয়্যেদে আলে মোহাম্মদ ঈমামুর রুশাদ
গুলরোজে রিয়াজতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৫৯। হজরতে হামযাহ শেরে খোদা ও রসুল
ফিনাতে কাদরিয়াতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৬০। নাম ও কাম ও তান ও জান ও হাল ও মাকাল
ছবমে আচ্ছেকি ছুরতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৬১। নূরেজান্ ও এতরে মজমুয়ায়ে আলে রাসুল
মেরে আকায়ে নেয়ামতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৬২। যিবে ছাজ্জাদাহ ছাজ্জাদ্ নুরী নেহাদ্
আহমাদ্ নূরে জিনাতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৬৩। বে আজাব ও এতাব ও হেছাব ও কেতাব
তা আবাদ্ আহলে ছুন্নতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৬৪। তেরেউন্ দোস্তোঁকে তোফায়েল আয় খোদা
বান্দায়ে নাঙ্গে খালকাতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৬৫। মেরে উস্তাদ ও মাঁ-বাপ, ভাই ও বহিন
আহলে ওয়ালাদ ও আশীরাতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৬৬। এক মেরাহি রহমতওে দাওয়া নেহি
শহকি ছারি উম্মতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৬৭। কাঁশ মাহশার মে যব উন্কি আহমদহু আওর
ভেঁজে ছব উন্কি শওকতপে লাখো ছালাম॥ ঐ

১৬৯। মুঝছে খেদমতকে কুদ্দুছি কাহেঁ হাঁরেজা
মোস্তফা জানে রহমতপে লাখো ছালাম। ঐ

(আলা হজরত কাজেলে বেরিলুভী কুদ্দিসাঃ)

আরবী মীলাদ শরীফ

- আউজুবিল্লাহে মিনাশ শাইত্তোয়ানির্ রাজীম।
  বিসমিল্লাহির রাহ্মানির্ রাহীম।
- লাক্বাদ্ জাআকুম্ রাসুলুম্ মিন আনফুছিকুম্ আযীযুন আলাইহে মা আনিত্তুম হারীচুন আলাইকুম্ বিল মুমেনীনা রাউফুর্ রাহীম। ফাইন তাওয়াল্লাও ফক্বুল হাছবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহুয়া আলাইহে তাওয়াক্কালতু ওয়াহুয়া রাব্বুল আর্শিল আজীম্।
- মাকানা মোহাম্মাদুন আবা-আহাদিম্ মির্ রেজা.লেকুম্ ওয়ালাকির্ রাসুলাল্লাহে ওয়া খাতামান-নাবীয়্যিন অকা-নাল্লাহু বিকুল্লে শাইয়িন আলীমা।
- ইন্নাল্লাহা অমালায়েকাতাহু ইউছাল্লুনা আলাননাবীয়্যি ইয়া-আইয়্যুহাল্লাজিনা আ-মানুছাল্লু আলাইহে ওয়াছাল্লিমু তাছলিমা॥

দরূদ শরীফ :—

ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম॥ ৩ বার॥

আরবী তাওয়াল্লুদ :—

- বিসমিল্লাহির্-রাহ্মানির্ রাহীম।
- নাহ্মাদুহু ওয়ানুছাল্লি আলা-রাছুলিহিল কারীম।

ওয়ালাম্মা তাম্মা মিন হামলিহি-ছালল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামা শাহ্‌রানে আলা আশহুরিল আরুওয়ালিল মারভিয়াহ্‌। তুয়াফফিয়া বিল মাদীনাতিশ শারীফাতি আবুহু আবদুল্লাহ্‌। অকানা কাদিজ তা জাবি আখোয়া-লিহিবানি আদিয়্যিম মিনাত্তায়েফাতিত্‌ তেজ্জারিয়্যাহ। ওয়ামাকাছা ফিহিম্‌ শাহরান্‌ ছাকীমাই ইউয়্যুয়ানুনা ছুক্‌মাহু ওয়া শাকোয়াহ্‌ ওয়ালাম্মা তাম্মা মিন্‌ হামলিহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামা আলার রাজেহে তিছয়াতু আশ্‌হুরিন্‌ কামারিয়্যাহ্‌। ওয়া আ-না লিজ্জামানে আই-য়্যান্‌ জালিয়্যা আন্‌হু ছাদারাহ্‌। হাজারাত উম্মাহু লাইলাতা মাওলিহি আছিয়াতু ওয়া মারিয়ামু রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুমা ফি নেছওয়াতিম্‌ মিনাল হাজিরাতিল কুদ্‌ছিয়্যাহ্‌। ওয়া আখাজাহাল মাখাহু ফাওয়ালাদাত্‌হু ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামা নুরাইয়্যা তালালাউছেনাহ্‌।

ফাজাহারা রাসুলুল্লাহে ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামা কাল্‌ বাদ্‌রিল মুনীর। ইয়ানে বারহুই তারিখ রবিউল আউয়াল্‌কু পীর কে দিন ওয়াক্‌তে ছোব্‌হে ছাদেক ছাইয়্যেদে কাওনাইন্‌ ছোলতানে দারাইন্‌ হজরতে আহমদে মোজতবা মোহাম্মদে মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম্‌নে হাজারোঁ জাহ্‌ ও জালালছে দওলতে ছারায়ে একবালমে জহুর আজলাল্‌ ফরমাইয়া।

ওঠো ওয়াক্তে তাজীমে আহমদ হায় ইয়ে
যয় নে জহুরে মোহাম্মদ হায় ইযে ॥

এইবার সকলে দাঁড়াইয়া কিয়াম করতঃ সালাম পাঠ করিবেন :—

আরবী কিয়াম :

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা
ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা
সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ॥

আশরকাল্ বাদ্রু আলাইনা—ওয়াখ্তা ফাত্ মিনহুল্ বুদুরু
মিছ্লাহুছনেকা মা রাআইনা—কাত্তু ইয়া ওয়াজহাছ্ছুরুরী
ইয়া নাবী সালামু আলাইকা············ ॥

আন্তা শামছুন্ আন্তা বাদ্রুন্—আন্তা নূরুন্ ফাওকা নূরী
আন্তা এক্ছীরুঁ ও গালী—আন্তা মিছবাহুছ ছুদুরী
ইয়া নাবী সালামু আলাইকা··· ······ ॥

ইয়া হাবীবী ইয়া মোহাম্মাদু—ইয়া আরুছাল্ খাফেকাইনে
ইয়া মোয়াইয়্যাদ ইয়া মোমাজ্জাদ—ইয়া ইমামাল্ কেবলাতাইনে
ইয়া নাবী সালামু আলাইকা········· ॥

মাইয়্যারা ওয়াজহাকা ইউছআদ—ইয়া কারীমাল্ওয়ালেদাইনে
হাওদুকাচ্ছাফীল্ মুবাররাদ্ —বিরদুনা ইয়াওমান্ নুশুরী
ইয়া নাবী সালামু আলাইকা ·· ······ ॥

মারাআইনা'ল ইছা হান্নাত—ফিচ্ছুরা ইল্লা ইলাইকা
ওয়ালগামাহ্লাক্ আজাল্লাত—ওয়ালমালা ছাল্লু আলাইকা
ইয়া নাবী সালামু আলাইকা······ ··· ॥

ইয়া রাব্বী ছা'ল্লে ওয়া ছাল্লেম্ দায়েমান্ আবাদা ;
আলা নাবীয়্যেকা খাইরিল খালকে কুল্লিহিম্ ।

ভেজ আয় রাব মেরে দরূজ ও সালাম
বরগুজিদা নবী পর আপনি মোদাম ॥

বালাগাল উলা বি-কালালিহি
কাশাফাদ্দোজা বি-জামালিহি
হাস্নাত জামিউ খেছালিহি
সাল্লু আলাইহে ওয়া আলিহি ॥

—:০:—